গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করি, সোনার বাংলা গড়ে তুলি

জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২২

০৪ ডিসেম্বর ২০২২

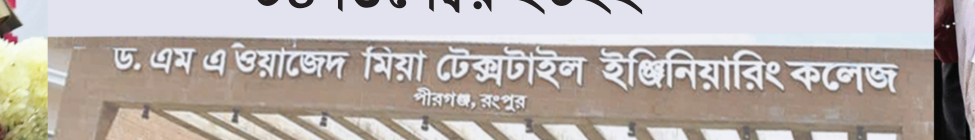

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

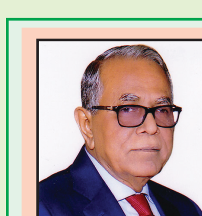

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২২’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

বস্ত্রশিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ খাতকে সুসংহত ও গতিশীল করার উদ্যোগ নেন। সেই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ বস্ত্রখাত থেকে অর্জিত হচ্ছে। এ বছর জাতীয় বস্ত্র দিবসের প্রতিপাদ্য ‘দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করি, সোনার বাংলা গড়ে তুলি’ যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বস্ত্রখাতের সক্ষমতাবৃদ্ধি ও যুগোপযোগীকরণ এবং এ খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। এ প্রেক্ষিতে সরকার ‘বস্ত্র নীতি, ২০১৭’, ‘বস্ত্র আইন, ২০১৮’ এবং ‘বস্ত্রশিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা, ২০২১’ প্রণয়ন করেছে। বস্ত্রশিল্পের ক্রমাগত উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ‘পোষক কর্তৃপক্ষ’ হিসেবে বস্ত্র অধিদপ্তর বস্ত্রশিল্প ও বায়িং হাউজের উদ্যোক্তাগণকে নিবন্ধনসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করছে। এছাড়া বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বস্ত্রখাতের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বর্তমানে ০৯টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১১টি টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট ও ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট পরিচালনা করছে। পরিবেশবান্ধব বস্ত্রশিল্প স্থাপন, বস্ত্রখাতের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ এবং এ খাতের সার্বিক উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং গৌরবময়। ঢাকাই মসলিন ও জামদানি, টাঙ্গাইলের তাঁত, কুমিল্লার খাদি, রাজশাহীর সিল্ক এবং মিরপুরের বেনারসি শিল্প আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। এ সকল ঐতিহ্যবাহী বিশেষায়িত পণ্যকে ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

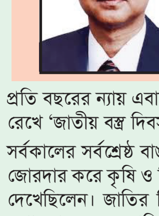

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৪ ডিসেম্বর ‘দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করি-সোনার বাংলা গড়ে তুলি’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২২’ পালিত হচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশীয় কাঁচামাল ভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা জোরদার করে কৃষি ও শিল্পখাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়ণের লক্ষ্যে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার পথে অগ্রসর হচ্ছেন। এ লক্ষ্যে তিনি ‘রূপকল্প-২০৪১’ ঘোষণা করে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছানোর নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্পের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

দেশে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বস্ত্রখাত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বস্ত্রখাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত বিশেষ প্রণোদনার ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটেও এ খাত জাতীয় রপ্তানির ধারাকে করোনার ক্ষতিকর প্রভাবমুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ বস্ত্রশিল্প থেকে অর্জিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বস্ত্রখাতকে যুগোপযোগীকরণ, পরিবেশবান্ধব, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনে সহায়তাকরণ, টেকসই উন্নয়ন, বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ‘বস্ত্র নীতি, ২০১৭’, ‘বস্ত্র আইন, ২০১৮’ এবং ‘বস্ত্রশিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা, ২০২১’ প্রণয়ন করেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বস্ত্রখাতের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, তাঁত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে। এ ধরনের আরও শিক্ষাঝপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

শিল্পায়নের মাধ্যমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১ জেলায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় ১২০ একর জমির উপর ‘শেখ হাসিনা তাঁত পল্লি’ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও পুনরুদ্ধারকৃত বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য ও বিশ্ববিখ্যাত ব্রান্ড ঢাকাই মসলিন বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্যিক রূপদানের জন্য ‘ঢাকাই মসলিন হাউজ’ স্থাপন করা হয়েছে।

আমি আশা করি, সরকার গৃহীত নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে টেকসই ও যুগোপযোগী বস্ত্রখাত তৈরির মাধ্যমে দেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত থাকবে।

আমি, বস্ত্রখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২২’ উদ্‌যাপন সফল ও সার্থক হবে এই কামনা করছি।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি

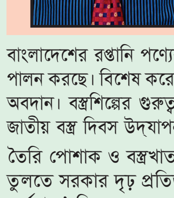

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের অন্যতম উৎস বস্ত্রশিল্প। এই শিল্প দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এখাতের রয়েছে এর অসামান্য অবদান। বস্ত্রশিল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে সরকার ৪ ডিসেম্বর জাতীয় বস্ত্র দিবস ঘোষণা করেছে। জাতীয় বস্ত্র দিবস উদ্‌যাপন প্রক্রিয়ার আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব পালন আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরব ও আনন্দের।

তৈরি পোশাক ও বস্ত্রখাতকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষম, শক্তিশালী, নিরাপদ ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সরকারের এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দেশের তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের ‘পোষক কর্তৃপক্ষ’ হিসেবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে বস্ত্র অধিদপ্তর কাজ করছে। বস্ত্রখাতের সঠিক বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য ‘বস্ত্র নীতি, ২০১৭’ ও ‘বস্ত্র আইন, ২০১৮’ এবং ‘বস্ত্রশিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা, ২০২১’ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বস্ত্রখাতের বিনিয়োগ, উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বস্ত্র ও পোশাকখাত বিকশিত করতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বদ্ধপরিকর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় এ মন্ত্রণালয়, National Blended Education Master Plan (NBEMP) এর গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে বস্ত্রশিক্ষা আধুনিকায়নের মাধ্যমে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরি করার জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মী ও সকল অংশীজনের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দিবসের কর্মসূচি সফল হবে। দিবসের প্রাক্কালে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারী, সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বস্ত্র প্রকৌশলী, বস্ত্র উদ্যোক্তাসহ সকল শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।

মোঃ আব্দুর রউফ

ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ এর সুবিধাদি গ্রহণ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বস্ত্র অধিদপ্তর

শিল্পবিপ্লব ও আমাদের অবস্থান

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার, মূলধনের যোগান, কৃষিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন, নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়কে আঠার শতকের শেষভাগে ইংল্যান্ডে ঘটে যাওয়া শিল্পবিপ্লবের প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হলেও অন্যতম প্রধানতম যে কারণটি প্রায় অনুপস্থিত থেকে যায় তা হলো ঐ দেশের শিল্প বিকাশের অনুকূলে তৎকালীন সরকারের নীতি প্রণয়নসহ সার্বিক সহযোগিতা। পক্ষান্তরে বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পরবর্তিতে বৃটিশ সরকার কর্তৃক রপ্তানিতে শুল্ক বৃদ্ধিসহ শিল্প বিকাশের পক্ষে নানা প্রতিকুল নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এদেশে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয় এবং এদেশের শতশত বছরের পুরাতন সনাতনী বস্ত্র শিল্পসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের গতিও শ্লথ করে দেয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ ও পাকিস্থানি শাসন ব্যবস্থায়ও একইরকম পরিস্থিতি বজায় থাকে।

বর্তমানে বিশ্ব চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের রয়েছে গণমূখি সরকার, বাস্তবসম্মত উন্নয়ন দর্শন ও পরিকল্পনা। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন “আমরা জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ সৃষ্টি করেছি। আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই শিল্পোন্নয়নে (আইএসআইডি) কাজ করছি, ‘এসডিজি প্রোগ্রেস এওয়ার্ড’ পেয়েছি। আমরা লক্ষ্য স্থির করে দেশ পরিচালনা করি। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর এখন আমরা ‘উদ্ভাবনী বাংলাদেশ’-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ২০৪১ সালের মধ্যে যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখছি, সেটাই হবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ”। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার বিগত এক যুগে সরকার যোগাযোগ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পণ্যের বৈচিত্রকরণ হচ্ছে। এছাড়া সরকারের বিনিয়োগ সহায়ক শুল্ক কাঠামো নির্ধারণ, উদ্যোক্তাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদান, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের জন্য বিশেষ প্রণোদনাসহ বিভিন্ন উদ্যোক্তাবান্ধব ও সৃজনশীল কর্মসূচি এদেশে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

শিল্পবিপ্লব ও বস্ত্রখাত

আঠারো শতকের শেষদিকে ইংল্যান্ডে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও পর্যাপ্ত মূলধন শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসে তা শিল্পবিপ্লব নামে পরিচিত। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বিবেচনায় বস্ত্রশিল্প ছিল সর্বাগ্রে। জেমস্ ওয়াটের বাস্পীয় ইঞ্জিনের উদ্ভাবন হস্তচালিত তাঁত (Handloom) কে ইঞ্জিনচালিত তাঁত (Powerloom) দ্বারা প্রতিস্থাপনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় শতগুণে। পূর্বের প্রতিটি শিল্পবিপ্লবেই বস্ত্রখাত ছিল সর্বাগ্রে। বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮৩% অর্জিত হয় বস্ত্রখাত হতে ফলে বাংলাদেশে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সংঘটনের ক্ষেত্রেও বস্ত্রখাত সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্ত্র আইন, ২০১৮ অনুযায়ী বস্ত্র অধিদপ্তর বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে এবং বস্ত্রশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বস্ত্রখাতের জন্য দক্ষ জনবল তৈরির দায়িত্ব পালন করছে। ফলে বস্ত্রখাতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় বস্ত্র অধিদপ্তরের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সঠিকভাবে পালনের জন্য আমরা বদ্ধপরিকর।

বস্ত্রখাতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রস্তুতি মোকাবেলায় বস্ত্র অধিদপ্তর

বাংলাদেশের বস্ত্রখাতসহ সকল শিল্পের ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যাপক ব্যবহার এখন লক্ষ্যণীয়। বর্তমান বিশ্বের আধুনিক সব তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাংলাদেশের অন্যান্য সেক্টরের পাশাপাশি বস্ত্রখাতও এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ‘এশিয়ান টাইগার’ বলে পরিচিতি পেয়েছে। জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের প্রতিবেদনে দেখা যায়, আগামী বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আমাদের হাই-টেক পার্কগুলো হবে আগামীদিনের সিলিকন ভ্যালি। এছাড়াও বর্তমান সরকার বেসরকারিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সারা বাংলাদেশে সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা সহকারে ১০০ টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় বস্ত্রশিল্প স্থাপনেরও ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বস্ত্র শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে নিজ প্রতিষ্ঠানের প্যাডে এবং নির্ধারিত ছকে তথ্যসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ বস্ত্র অধিদপ্তরের ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে আবেদন জমা দিতে হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিদর্শন প্রতিবেদন ও দখিলকৃত দলিল পত্রাদি যাচাই করে নাগরিক সনদে নির্ধারিত সময়ে প্রত্যাশিত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও বস্ত্রখাতের সার্বিক উন্নয়ন ও ভবিষৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় **“চতুর্থ শিল্পবিপ্লব: বস্ত্রখাতে সম্ভাবনা, সমস্যা ও করণীয়”** শীর্ষক শিরোনামে বস্ত্র অধিদপ্তরের সভাকক্ষে গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: আব্দুর রউফ প্রধান অতিথির বক্তব্যে বস্ত্রখাতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় বস্ত্র অধিদপ্তরের করণীয় নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত কর্মশালার সুপারিশ ও ধারাবাহিকতায় অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের লক্ষ্যে পরবর্তিতে গত ০৭ মার্চ ২০২২ খ্রিঃ তারিখে **“ইন্ডাস্ট্রি ৪.০ এর সুবিধাদি গ্রহণ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বস্ত্র অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন”** বিষয়ক আরেকটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত দু'টি কর্মশালার সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে সরকারের পরিকল্পনাসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বস্ত্র অধিদপ্তরের অধিক্ষেত্রের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য এই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনায় স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে যেগুলো বাস্তবায়ন করা হলে বস্ত্রখাতকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুবিধাসমূহ কাজে লাগানো এবং এর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহজতর হবে।

বস্ত্র শিক্ষা কার্যক্রম

বস্ত্রশিল্পের দ্রুত বিকাশের পাশাপাশি বস্ত্র খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে বস্ত্র অধিদপ্তর ভূমিকা রেখে চলেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রস্তুতি মোকাবিলায় প্রযুক্তির সাথে সমন্বয় করে দক্ষ জনবল প্রস্তুত করাটা অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে বস্ত্র অধিদপ্তর বিভিন্ন বস্ত্রশিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট পরিচালনা করছে। এসকল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকে বছরে যথাক্রমে ৪১৬ জন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার, ৩৬১ জন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এবং ৩৬৮৬ জন এসএসসি টেক্সটাইল (ভোকেশনাল) পাশ করে বের হচ্ছে এবং বস্ত্রশিল্পে বিভিন্ন সেক্টরে ফ্লোর পর্যায় হতে শুরু করে এক্সিকিউটিভ পর্যায়ে কর্মরত হয়ে এ খাতের দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। এ সকল বস্ত্র প্রযুক্তিবিদগণ আধুনিক আর্টিফিসিয়াল বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন, রোবটিক্স ও ন্যানোটেকনোলজির মেশিনারিজসমূহ সহজভাবে পরিচালনা করতে পারবে, ফলে একদিকে যেমন বিদেশি টেকনিশিয়ানদের চাহিদা হ্রাস পাবে তেমনি নতুন প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেই দিক বিবেচনায় সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনায় দেশীয় দক্ষ বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ তৈরির বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে কাজ করছে।

বস্ত্রখাতে বিভিন্ন লেভেলে দক্ষ জনবল তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯১১ সাল হতে ১৯২৯ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলায় ৩৩টি টেক্সটাইল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র আকারে চালু করা হয় (যেগুলো পরবর্তীতে ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয়, জেলা বয়ন বিদ্যালয়, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রতিষ্ঠিত হয়।) এই ৩৩টি টেক্সটাইল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্য হতে ঢাকার নারিন্দাস্থ প্রতিষ্ঠানটি ‘(যার পূর্ব নাম ছিল ব্রিটিশ স্কুল অব উইভিং (১৯২১-১৯৩৫) এবং পূর্ব পাকিস্তান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট (১৯৩৫-১৯৫০)’ তেজগাঁও-এ ১৯৫০ সালে স্থানান্তরিত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচেষ্টাতে ঐ পূর্ব পাকিস্তান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এর জন্য তেজগাঁওয়ে জমি লিজ নেয়া সম্ভব হয়। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুই লিজ হিসেবে নেয়া জমিটি স্থায়ীভাবে বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তিতে ১৯৭৮ সালে এটি কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি নামে নামকরণ করা হয় এবং এতে বিএসসি-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা হয়। এরপর ২০১০ সালে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এটিকে “বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে” উন্নীত করে এবং ২০১১ সালের ১৫ই মার্চ “বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়” তথা ‘বুটেক্স’-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

এরপরও দেশে উচ্চতর বস্ত্র প্রকৌশলীর প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে ২০০৬ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন ০৯ (নয়)টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স এবং ১১টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা হয়। এছাড়া ১৯৯৬ সালে একটি প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ২৭টি বয়ন বিদ্যালয়কে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট-এ উন্নীত করা হয়। বর্তমানে বস্ত্র অধিদপ্তরের অধীনে ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে এসএসসি টেক্সটাইল ভোকেশনাল কোর্স চালু রয়েছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলায় বস্ত্র অধিদপ্তরের কর্মপরিকল্পনা:

স্বল্পমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা (জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ খ্রিঃ)
(ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে কর্মশালা আয়োজন করা।
(খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
(গ) বস্ত্র অধিদপ্তরের পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ অনলাইন ভিত্তিক সম্পন্ন করা।
(ঘ) বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে পাশকৃত ছাত্রছাত্রীদের অনলাইন ডাটা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ

মধ্যমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা (জুলাই/ ২০২২ হতে জুন/ ২০২৫)
(ক) বস্ত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্মার্ট শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা। (ইআরপি এর ব্যবহার বৃদ্ধি)
(খ) স্মার্ট শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও প্রশিক্ষণ

দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা (জুলাই/২০২২ হতে জুন/ ২০২৭)
(ক) চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী আধুনিক মেশিনারিজের ব্যবহার বৃদ্ধি করা
(খ) স্মার্ট টেক্সটাইল টেকনোলজি লিভিং ল্যাব (এসটিটিএল) স্থাপন করা
(গ) বস্ত্র গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা

কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে বস্ত্র অধিদপ্তরের করণীয়:

১. কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বছরভিত্তিক কাজসমূহ সুষ্ঠভাবে বণ্টন ও বাস্তবায়ন
২. মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়ন;
৩. নিয়মিত তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন;
৪. স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় সভার আয়োজন করা এবং এখাতের উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণ;
৫. তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাথে মিল রেখে কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন;
৬. ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সংযোগের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং কলাবোরেশন বৃদ্ধি করা;
৭. More value added প্রোডাক্ট উৎপাদনের দিকে দাবিত করার জন্য উদ্যোক্তাদের পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে যাবতীয় সহযোগিতা করা।
৮. ডাটা নিয়ে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন;
৯. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে আধুনিক মেশিনারিজের ব্যবহার নিশ্চিত করা;
১০. উৎপাদন কার্যক্রম ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথাযথ ধারণা রাখা;
১১. টিম ভিত্তিক কাজ করার মানসিকতা তৈরি করা;
১২. বস্ত্রখাতে কর্মরত শ্রমিকদের (বিভিন্ন পর্যায়ে) প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা করা;
১৩. যুগোপযোগী পাঠদান নিশ্চিত করা;
১৪. সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং উন্নয়নের সাথে মিল রেখে নিজেদের মানসিকতা পরিবর্তন করা।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রস্তুতি মোকাবিলায় চ্যালেঞ্জ:

১. তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ
২. প্রযুক্তিগত সমস্যায় উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি
৩. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা,
৪. ইন্টারনেট ও অন্যান্য প্রযুক্তির মধ্যে অব্যাহত সংযোগ নিশ্চিত করা এবং
৫. অটোমেশনের কারণে বহু মানুষের কাজের সুযোগ হ্রাস পাওয়া।

বর্তমান সরকারের নেতৃত্বে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের পথে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বিদ্যুৎখাত অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লব সংঘটনে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে যাচ্ছে। সরকারের সকল সহায়তার মাধ্যমে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের প্রধানতম লক্ষ্য হতে হবে ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী সুদক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, আর এজন্য প্রয়োজন হবে কারিগরি শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ শিল্পখাতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

বাংলাদেশে বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি যা মোট জনসংখ্যার ৩০%। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আগামী ৩০ বছর জুড়ে তরুণ বা উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। বাংলাদেশের জন্য ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল ভোগ করার এটাই সব থেকে বড়ো হাতিয়ার। জ্ঞানভিত্তিক এই শিল্পবিপ্লবে প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে দক্ষ মানবসম্পদই হবে বেশি মূল্যবান। বস্ত্র অধিদপ্তর যেহেতু বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারি খাত তৈরি পোশাক ও বস্ত্রশিল্পে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিসহ এখাতের উন্নয়নে কাজ করে থাকে সেহেতু দেশের সবচেয়ে বড়ো এইখাতে শিল্পবিপ্লব সংঘটনে বস্ত্র অধিদপ্তর বেশি ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

বাংলাদেশ ইতোপূর্বে ১ম, ২য় এবং ৩য় শিল্প বিপ্লবের সুফল গ্রহণ করতে না পারলেও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। আর এই অগ্রযাত্রায় বস্ত্র সেক্টর সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এজন্য বস্ত্রখাতের অভিভাবক হিসেবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সকল প্রকার সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে বস্ত্র অধিদপ্তর বদ্ধ পরিকর। বস্ত্র অধিদপ্তর যদি করণীয়গুলো সঠিকভাবে নির্ধারণ করে সময়মত বাস্তবায়ন করতে পারে এবং সরকারের গৃহীত অন্যান্য কর্মপরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে বস্ত্রখাতের সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একযোগে কাজ করতে পারে তাহলেই এদেশে বস্ত্র খাতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের জোয়ার আসবে এবং বিশ্বের নিকট হবে অনুকরণীয়।

তথ্যসূত্র:
১. বস্ত্র অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২
২. বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
৩. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)
৪. বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমএ)
৫. বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র
৬. উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ

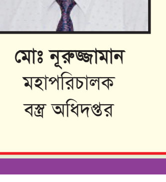

মোঃ নূরুজ্জামান
মহাপরিচালক
বস্ত্র অধিদপ্তর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪ ডিসেম্বর ২০২২ ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২২’ পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এবারের জাতীয় বস্ত্র দিবসের প্রতিপাদ্য ‘দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করি, সোনার বাংলা গড়ে তুলি’ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রাচীনকাল থেকেই বস্ত্রশিল্পে বাংলাদেশের সুনাম ছিল গৌরবময় এবং জগদ্বিখ্যাত। ঢাকাই মসলিন থেকে শুরু করে জামদানি আর বেনারসি এ দেশের বস্ত্রশিল্পের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁত শিল্পের উন্নয়নে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে থেকেই তাঁত শিল্পের মান উন্নয়নের পাশাপাশি বস্ত্রখাতকে সমৃদ্ধ করার নানামুখী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তৈরি পোষাকখাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। দেশের মোট রপ্তানি সিংহ ভাগ অর্জিত হয় বস্ত্রখাত থেকে। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নির্বাচনী ইশতেহারে বস্ত্রখাতকে নিরাপদ, শক্তিশালী এবং প্রতিযোগিতা সক্ষম করে তোলার অঙ্গীকার করেছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ নিরাপদ, টেকসই, শক্তিশালী এবং প্রতিযোগিতা সক্ষম বস্ত্রখাত গড়ে তুলতে আমরা ‘বস্ত্র নীতি, ২০১৭’, ‘বস্ত্র আইন, ২০১৮’ এবং ‘বস্ত্র শিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা, ২০২১’ প্রণয়ন করেছি।

বস্ত্রখাত সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে সব ধরনের সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বস্ত্র অধিদপ্তরকে পোষক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পরিপূর্ণ সুবিধাদি বস্ত্রখাতে প্রয়োগ এবং এর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার লক্ষ্যে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এখাতে যুগোপযোগী ও দক্ষ বস্ত্র প্রকৌশলী গড়ার লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, তাঁত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন ও পরিচালনা করছে।

আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রায় বস্ত্রখাত সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রেখে এখাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

আমি ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

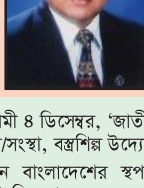

সভাপতি
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

আগামী ৪ ডিসেম্বর, ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২২’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা, বস্ত্রশিল্প উদ্যোক্তা, বস্ত্র গবেষক, বস্ত্র প্রকৌশলী এবং শুভানুধ্যায়ীসহ সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার উদ্যোগ নেন। তিনি শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করাসহ বস্ত্রশিল্পের বিকাশে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বস্ত্র রপ্তানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। বর্তমানে দেশের বৈদেশিক আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হচ্ছে বস্ত্রখাত হতে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে তৈরি পোশাক ও বস্ত্রখাতকে আরও শক্তিশালী, নিরাপদ ও প্রতিযোগিতা সক্ষম করে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। সরকার বস্ত্রখাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, সঠিক বিকাশ ও সুরক্ষার লক্ষ্যে ‘বস্ত্র নীতি, ২০১৭’ , ‘বস্ত্র আইন, ২০১৮’ এবং ‘বস্ত্রশিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ানস্টপ সার্ভিস কেন্দ্র) বিধিমালা, ২০২১‘ প্রণয়ন করেছে।

বস্ত্রখাতে রপ্তানি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বস্ত্রখাত গড়ে তুলার লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বস্ত্রখাতের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সবধরণের সহযোগিতা দিচ্ছে। বস্ত্রশিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরী জ্ঞানের প্রসারের লক্ষ্যে সরকার বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিচালনা করছে। এসব কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবলের ঘাটতি পূরণের পাশাপাশি বিদেশী জনবলের নির্ভরশীলতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

সরকার দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বস্ত্রশিল্পকে গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি, আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোকে সক্রিয়করণ এবং বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য সকল ধরণের সহায়তা করে যাচ্ছে। সরকারের গৃহীত উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এ মন্ত্রণালয়কে নব উদ্যোমে এগিয়ে নিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সকল ধরণের পরামর্শ ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০২২’ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দিবসটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মির্জা আজম, এমপি